তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

প্রথম আলো

শ্রেণিকক্ষ ও আবাসনসংকট

শেখ আল-এহসান, খুলনা ●

শ্রেণিকক্ষ, আবাসনব্যবস্থাসহ নানা সংকটে জর্জরিত খুলনা সরকারি বিএল (ব্রজলাল) কলেজ। এতে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের পোহাতে হচ্ছে নানা দুর্ভোগ।

গত বুধবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কলেজটিতে মোট নয়টি ভবনে শ্রেণিকক্ষ রয়েছে ৬৫টি। স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ২১টি বিভাগ আছে। ১৭টি বিভাগে রয়েছে স্নাতকোত্তর কোর্স। শিক্ষকের পদ আছে ১৯৭টি, আছেন ১৬৭ জন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ হাজারের বেশি। ব্যবহারিক পরীক্ষাগার আটটি ও কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে তিনটি। প্রায় প্রতিটি বিভাগেই শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। এ কারণে কোনো বিভাগের একটি বর্ষের পরীক্ষা চললে অন্য বর্ষের পাঠদান বন্ধ থাকে। দিনে পাঠদান হয় মাত্র দুই থেকে চারটি। এদিকে ব্যবহারিক পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক উপকরণ না থাকায় শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেন না।

কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মো. রবিউল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের পরীক্ষাগারের জানালার প্রতিটি কাচ ভাঙা। যে কয়টা মাইক্রোস্কোপ আছে, তার অধিকাংশই নষ্ট। কক্ষের মধ্যে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নেই।

কলেজের দক্ষিণ পাশের একটি ভবনে রয়েছে জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ। পরীক্ষাগার জরাজীর্ণ। জানালার কোনো কাচ ভালো নেই।

কলেজটিতে ঢোকার মুখের একটি ভবনে রয়েছে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ। রসায়ন বিভাগের প্রধান নব গোপাল দাস বলেন, বিভাগটিতে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। নেই পূর্ণাঙ্গ ল্যাবও। গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক পরীক্ষাই এখানে করানো সম্ভব হয় না। কক্ষের অভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আলাদা করে না রাখতে পারায় রাসায়নিকের প্রভাবে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া পদ থাকার পরও ল্যাবের জন্য প্রদর্শন শিক্ষক না থাকায় অনেক সমস্যা হয়।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সমীর কুমার দেব বলেন, তাঁদের ল্যাব অনেক সমৃদ্ধ। তবে স্নাতকোত্তর কোর্স চালানোর মতো নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। আর বাংলা বিভাগে রয়েছেন দুই হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু উভয় বিভাগের জন্য শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দ রয়েছে মাত্র চারটি করে। এ কারণে কোনো বর্ষের পরীক্ষা হলে অন্য বর্ষের পাঠদান বন্ধ থাকে।

কলেজটিতে পুরোনো দোতলা ভবনে পাঠাগার আছে। সেখানে প্রায় ৫০ হাজার বই আছে। কিন্তু একসঙ্গে পড়তে পারেন ৫০ জন। পাঠাগারের পাশেই রয়েছে মিলনায়তন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেটাও পরিত্যক্ত। বাংলা বিভাগের শিক্ষক শংকর কুমার মল্লিক বলেন, প্রায় ২০ বছর আগে ওই মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়েছিল। পরে এটা শুধু পরীক্ষার কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তিন বছর আগে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

আবাসনসংকট

শেষ পৃষ্ঠার পর

কলেজটিতে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে সাতটি। থাকার সুবিধা পাচ্ছেন মাত্র ৫৭৭ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দুটি ছাত্রীনিবাসে রয়েছেন ১৮৮ ছাত্রী।

মহসিন হলে থাকা ইসলামের ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্র ফারুক হোসেন বলেন, হলটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দরজা-জানালা ভাঙা। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক তারগুলো এতটাই খোলামেলা রাখা, যেকোনো সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারে।

ওই হলের পাশেই ড. জোহা হল। ভবনটি অনেক পুরোনো। এ হলের মো. জোবায়ের হোসেন বলেন, বেশি বৃষ্টি হলে পুরো ভবন বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তখন দেয়ালে হাত দিলে শক করে।

কলেজের উপাধ্যক্ষ শিকদার মনিরুজ্জামান বলেন, অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকার পরও অনেক কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুন একটি ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভবনটির কাজ শেষ হলে শ্রেণিকক্ষের সংকট আর থাকবে না। তা ছাড়া আবাসিক হলগুলো সংস্কারের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।